সমকাল

তারিখ ..09 APR 2015...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩.....

মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি

জাবি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ

■ জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির অভিযোগ উঠেছে। ক্যাম্পাসে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কাজে লাগিয়ে ভর্তিচ্ছুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তিনি। সাংবাদিকদের অনুসন্ধানে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এলেও প্রশাসন দায়সারাভাবে তাকে শিক্ষা শাখা থেকে এস্টেটে বদলি করেছে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শাখার ঊর্ধ্বতন সহকারী বিল্লাল হোসেনের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সখ্যের সুবাদে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বানিয়ে ভুয়া সার্টিফিকেট তৈরি করে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট প্রদানের বিনিময়ে তিনি নিতেন প্রায় চার লাখ টাকা। ভর্তিচ্ছুদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন ক্যাম্পাসে অধ্যয়নরত কিছু বিপথগামী শিক্ষার্থীদের। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ২০১৩-১৪ সেশন তিনি এক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করাতে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ৪২তম ব্যাচের মো. রিয়াজুল ইসলাম ও আলিফা আহমেদকে ব্যবহার করেছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হওয়া ওই শিক্ষার্থী বলেন, আমি রিয়াজুল ও আলিফার মাধ্যমে ভর্তি হয়েছি। ভর্তির দিন শুধু ওই কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, তাদের দেওয়া যে মুক্তিযোদ্ধা সনদের মাধ্যমে ভর্তি হয়েছি, ভর্তির পর তারা সেটি নিয়ে নিয়েছে, আর দিচ্ছে না।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য বিল্লাল হোসেনের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন, বিষয়টি যথাযথ তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।